দৈনিক বাংলা

তারিখ 14/12/78
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

ফিচার পাতা

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে

ভুলবো না, এই আত্মত্যাগ ভুলবো না

॥ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ॥

আজ সেই বেদনা বিজড়িত ১৪ই ডিসেম্বর। দুঃসহ একবেদনার স্মৃতি নিয়ে আজ আবার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে উঠছে সেই প্রিয় মুখগুলি। আজ ১৪ই ডিসেম্বর, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস।

আমাদের মনে পড়ে তাঁদের সেই অবিস্মরণীয় ত্যাগের কথা। বিজয়ের প্রাক্কালে মুহূর্তে যাঁরা সেদিন ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ দিয়েছিল। স্বাধীনতার শত্রুরা সেদিন তাদের নিশ্চিত পতনের মুখে বাংলাদেশের উজ্জ্বল কতিপয় জ্যোতিষ্ককে রাতের আঁধারে হরণ করে নিয়ে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করেছিল। এতগুলি তাজা প্রাণ বিনাশ করেও স্বাধীনতার শত্রুরা তাদের পতন ঠেকাতে পারেনি। তার দু'দিন পরই পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন। এ বছর বিজয়ের অষ্টম বার্ষিকী পালিত হবে। উৎসব অনুষ্ঠানে স্পন্দিত হবে সারা দেশ। কিন্তু তার পটভূমি ভীষণ বেদনাদায়ক। স্মৃতি খুবই দুঃসহ। যাঁরা বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাঁদের মেধা প্রয়োগ করতে পারতেন তাঁদের অনেকেই স্বাধীন দেশের মুখ দেখতে পাননি। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, আজ মেডিক্যালে, আজ সাংবাদিক মহলে, আজ খেলার মাঠে তাঁদের শূন্য আসন পূরণ করার কেউ নেই।

আজ যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র তাঁরা জানবে না কোনদিন মুনীর চৌধুরী কত উঁচু দরের শিক্ষক ছিলেন। অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীনের মতো আবাসিক শিক্ষক, ছিলেন। অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীনের মতো আবাসিক শিক্ষক, ডঃ জে সি দেবের মতো আত্মভোলা পন্ডিত, শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো মেধাবী সাংবাদিক কিংবা মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতো বিণয়ী ভদ্রলোকের সান্নিধ্য থেকেও তারা থাকবে বঞ্চিত। যাঁদের কাছে এই স্মৃতি আছে তাঁদের কাছে তা আজ এক উজ্জ্বল সংগ্রহ। খেলার মাঠে লাডু ভাই (সৈয়দ আবদুল মান্নান)এর অনুপস্থিতি ক্রীড়ামোদী মাত্রেরই মন আজো বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তোলে।

আজ বছর পরিক্রমায় সেই ১৪ই ডিসেম্বর এসেছে। দেশবাসী আজ গভীর শ্রদ্ধাভরে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। তাঁদের আত্মত্যাগ কোনদিন ভুলবার নয়।

শহীদুল্লাহ কায়সার

সাহিত্যিক সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির অন্যতম সংগঠক। দৈনিক সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার সাংবাদিকতা ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর উপন্যাস সারেং বৌ চলতি বছর চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। শহীদুল্লাহ কায়সারের মতো ব্যক্তিত্বপূর্ণ সাংবাদিক সংবাদ পত্র জগতে দুর্লভ।

মুনীর চৌধুরী

অসাধারণ বক্তা, বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় অধ্যাপক, বাংলাদেশে আধুনিক নাট্য সাহিত্যের পথিকৃৎ আধুনিক নাট্য সাহিত্যের পথিকৃৎ মুনীর চৌধুরী ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এককালের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী মুনীর চৌধুরীর ব্যক্তিত্বে বিভিন্ন ধরনের গুণের একত্র সমাবেশ হয়েছিল। আলবদর বাহিনী তাঁকে তাঁদের সেন্ট্রাল রোডের বাসা থেকে অপহরণ করে।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

শান্তিনিকেতনের কৃতী ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন রবীন্দ্র সাহিত্যের বিনম্র অধ্যাপক। ঘাতক বদর বাহিনী এই নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় লোকটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার থেকে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।

আনোয়ার পাশা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার পাশা মূলত কবি হলেও গল্পকার ও গবেষক হিসেবেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে তিনি যুদ্ধের নয় মাস একটি উপন্যাস লিখেছিলেন—রাইফেল, রোটি আওরাত। তাঁর লাশ অনেক পরে মীরপুরে সনাক্ত করা গিয়েছিল। ৭২ সনের ৫ই জানুয়ারী তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

গিয়াসুদ্দীন আহমদ

চিরকুমার গিয়াসুদ্দীন আহমদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও মোহসিন হলের হাউস টিউটর। আলবদররা তাঁকে মোহসিন হল থেকে ধরে নিয়ে যায়।

ডক্টর খায়ের

তিনিও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের একজন অধ্যাপক। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী ও নিরহংকার।

সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য

বাঁচবার আশায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি। কিন্তু বাঁচতে পারেননি। চিরকালের জন্য ছেড়ে যেতে হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পবিত্র মাতৃভূমি।

ডাঃ মোহাম্মদ মর্তুজা

ছোট মেয়ের ওড়না দিয়ে চোখ বেঁধে আলবদর বাহিনী তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক। নিবেদিত সমাজকর্মী ও কৃতী সাহিত্যিক।

রাশিদুল হাসান

সদালাপী ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক রাশিদুল হাসানও প্রাণ দিয়েছিলেন আলবদরের হাতে।

ডাঃ ফজলে রাব্বী

চিকিৎসক সমাজের দুই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব ছিলেন ডাঃ ফজলে রাব্বী ও ডাঃ আলীম চৌধুরী। ডাঃ রাব্বী ছিলেন প্রগতির সপক্ষে উচ্চকন্ঠ। প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের দরদী চিকিৎসক। মুক্তি যুদ্ধকালে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও

দৈনিক বাংলা

তারিখ 14/12/78
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1

স্মৃতিতে ভাস্বর কয়েকটি মুখ

আনোয়ার পাশা

গিয়াসউদ্দিন আহমদ

নিজামুদ্দিন আহমদ

আবুল বাশার

জহিরুল ইসলাম

আবুল কালাম আজাদ

ফজলুল হক মহী

ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব

সেলিনা পারভিন

সন্তোষ ভট্টাচার্য

এস এ মান্নান

রাশিদুল হাসান

বহু আহত মুক্তিসেনার চিকিৎসা করেছিলেন তিনি। কিন্তু আলবদররা তাঁকে বেঁচে থাকতে দেয়নি।

ডাঃ আলীম চৌধুরী

ডাঃ চৌধুরী বলতেন, দেশ স্বাধীন করতে হলে অনেক রক্ত দিতে হয়। ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে উজ্জ্বল করে গেছেন। তাঁর আত্মদান আজ সার্থক হয়েছে।

শুরু হয়েছিল তারো আগে—

শিক্ষক, পন্ডিত, বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয়েছিল তারো আগে থেকে। ২৫শে মার্চের সেই কালো রাত্রিতে প্রাণ দিয়েছিলেন অনেকেই। শুধু ঢাকায় নয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে। এছাড়া ডিসেম্বর মাসে জোরেশোরে যুদ্ধ শুরু হবার পর পর রাতের অন্ধকারে অনেককে বদর ও শামস বাহিনী তুলে নিয়ে যায়। তাঁরা আর ফিরে আসেননি।

আজ শ্রদ্ধার সাথে মনে পড়ে সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সাংবাদিক আ ন ম গোলাম মোস্তফা, সাংবাদিক নিজামুদ্দীন, সৈয়দ আবদুল মান্নান, ডঃ আবুল কালাম আজাদ, আবুল বাশার, জহিরুল ইসলাম, ফজলুল হক মহী, সেলিনা হোসেন, মুহম্মদ আখতার ও আরো নাম না জানা শহীদদের। এছাড়াও হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ লড়াই-এ দেশের অসংখ্য মুক্তিসেনা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরাও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ভুলবো না, এই আত্মত্যাগ ভুলবো না।